148099 - বহুববিাহকে অপছন্দ করা কি ইসলাম ভঙ্গকারী বষিয়রে অন্তর্ভুক্ত?

প্রশ্ন

31807 নং প্রশ্নরে উত্তরে পড়লাম: “ইসলাম ভঙ্গকারী দশটি বিষিয়রে একটি হলো: যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আনীত বষিয়াবলরি কোনো একটি ঘৃণা করে, সে কাফরে হয়ে যাবে; যদওি এর উপর সে আমল করে থাকে। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলা বলনে: “"হাম্মাদষ্ফল করে দয়িছেনে। ততএটা এ কারণে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করছেনে তারা তা অপছন্দ করছে। তাই তনিি তাদরে আমলগুলো নষ্িফল করে দয়িছেনে।”[সূরা মুহাম্মাদ: ৯] ... ইসলাম ভঙ্গকারী এই সমস্ত বষিয়রে মাঝে ঠাট্টাকারী, সচতেন ও ভীত ব্যক্তরি মাঝে কোনো পার্থক্য নইে। কবেল জবরদস্তরি শকিার হয়ছেনে ব্যক্তি এমন ব্যক্তি ছাড়া। আর এই ইসলাম ভঙ্গকারী বষিয়গুলো সবচয়েে ভয়াবহ এবং সবচয়েে বশেি পরমিাণে ঘটে থাকে। সুতরাং মুসলমিরে উচতি এগুলো থকেে সতর্ক থাকা এবং নজিরে ব্যাপারে এগুলোর আশঙ্কা করা। আমরা আল্লাহর কাছে তার ক্রোধ অবধারতি করে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আবশ্যক করে এমন যে কোনো কছিু থকেে পানাহ চাই। আর দরূদ ও সালাম শ্রষ্ঠে সৃষ্টি মুহাম্মাদ, তাঁর পরবিার ও সাথীবর্গরে উপর।...” বহু নারী আছে যারা বহুববিাহকে ঘৃণা করে। তারা বভিন্নি মজলসিে সচতেনভাবে কংিবা ঠাট্টাচ্ছলে সইে ঘৃণার দকিটি প্রকাশ্য বলে। এটি কি দ্বীন ত্যাগরে অন্তর্ভুক্ত হবে? এর জন্য কি তাওবাহ করে নতুন করে গোসল করা আবশ্যক হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

মুসলমি যদি আল্লাহর বধিানরে প্রতি সন্তুষ্ট হয়, এর সামনে নজিকেে সমর্পণ করে, এটাকে প্রত্যাখ্যান না করে এবং এতে আপত্তি না করে, (এটাই তার উপর আবশ্যক) তবে তার মন যদি স্বভাবগতভাবে কোন কাজকে অপছন্দ করে এতে তার ক্ষতি হবে না। যমেন: মন যুদ্ধ করতে অপছন্দ করে, তবে আল্লাহর বধিানকে মনেে নয়ো ও তাঁর বধিানরে প্রতি নতি স্বীকার করা। আল্লাহ তাআলা বলনে:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“তোমাদরে জন্য যুদ্ধ ফরয করা হয়ছে, অথচ তোমাদরে কাছে সটেি অপছন্দনীয়। তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা একটা জনিসি অপছন্দ করো, অথচ সটো তোমাদরে জন্য ভালো; আবার এমনও হতে পারে যে, তোমরা একটা জনিসি পছন্দ করো,

অথচ সটো তোমাদরে জন্য খারাপ। আল্লাহ জাননে (প্রকৃতপক্ষে কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ) আর তোমরা জানো না।"[সূরা বাকারা: ২১৬]

অনুরূপ বষিয় হলো: কোন নারী সতীনরে উপস্থতিকিে অপছন্দ করা। এটি প্রকৃতগিত বষিয়। কারণ সতীন তার স্বামীকে নয়িে তার সাথে টানাটানি করবে। কন্িতু আল্লাহর ফরযকৃত যুদ্ধকে অপছন্দ করা, আর কারো মন যুদ্ধকে অপছন্দ করার মাঝে পার্থক্য রয়ছে। অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রণীত বহুববিাহরে বধিানকে অপছন্দ করা আর সতীনরে উপস্থতিকিে মনে অপছন্দ করা আলাদা বষিয়। আল্লাহ যা ফরয করছেনে এবং শরীয়ত হসিবেে দয়িছেনে সটেকিে দ্বীন এবং আল্লাহর নকৈট্য হসিবেে ভালোবাসতে হবে, যদওি ফরয কাজটি মনরে কাছে অপছন্দনীয় এবং কঠনি হয়। তবে বান্দার ঈমান যত পূর্ণ হবে, ততই এই অপছন্দনীয় বষিয়গুলোও প্রকৃতগিতভাবে বান্দার কাছে প্রয়ি হয়ে উঠবে যমেনভিাবে শরয়ি দকি থকেওে পছন্দনীয় থাকে।

ইসলাম ভঙ্গকারী বষিয়গুলোর মাঝে উল্লখে করা হয়ছেে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করছেনে সটোকে অপছন্দ করা এবং তাঁর শরীয়তকে অপছন্দ করা।

ইবনুল কাইয়মি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "সন্তুষ্টরি শর্ত এই নয় যে কষ্ট-বদেনা অনট-বদেনা রুর তীর্ণ করছেনে তা অফছএকটা জনিসি পুভব না করা। বরং শর্ত হলো আল্লাহর বধিানরে ব্যাপারে আপত্তি না করা এবং এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করা। তাই কছিু মানুষরে কাছে অপছন্দনীয় ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকার বষিয়টি জটলি ঠকেছে এবং তারা এতে আপত্তি করছেনে। তারা বলছেনে: এটা স্বভাবতই অসম্ভব। বরং সটো ধর্ৈয। তা না হলে সন্তুষ্টি ও অপছন্দ কীভাবে একত্রতি হতে পারে? যহেতেু দুটি বপিরীত বষিয়। সঠকি মত হলো: এই দুটরি মাঝে কোনো বপৈরত্যি নইে। কষ্ট ও মানসকি অপছন্দরে উপস্থতিি সন্তুষ্টকিে নাকচ করে না। যমেন: রোগী অপছন্দনীয় ঔষধ পান করার ব্যাপারে তুষ্ট থাকে। তীব্র গরমরে দনিে রোযাদার ক্ষুৎপপিাসার যে বদেনা অনুভব করে তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে। মুজাহদি আল্লাহর রাস্তায় ক্ষত-বক্ষিত হলে যে ব্যথা পায় তাতে রাজী-খুশি থাকে।"[মাদারজিুস সালকিীন: ২/১৭৫]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বষিয়টি স্পষ্ট করার জন্য বলনে: "আল্লাহ তাআলা বলনে: وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡ

এটি তোমাদরে জন্য অপছন্দনীয়।) كره (কুরহুন) শব্দটি مصدر তথা ক্রয়িামূল; তবে এটি اسم المفعول (কর্মবাচক বশিষেয়রে) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ এটি তোমাদরে কাছে অপছন্দনীয়। اسم المفعول এর অর্থে مصدر এর ব্যবহার অনকে পাওয়া যায়। যমেন:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ

"যদি তারা গর্ভ ধারণ করা ওয়ালা হয়।"[সূরা তালাক: ৬] অর্থাৎ গর্ভ ধারণ করা 'গর্ভে ধারণকৃত' অর্থে ব্যবহৃত হয়ছে। এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা

আমাদরে শরীয়তে নইে সটো প্রত্যাখ্যাত করা)।” অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করা ‘প্রত্যাখ্যাত’ অর্থে ব্যবহৃত হয়ছে।

وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (এটি তোমাদরে জন্য অপছন্দনীয়) বাক্যটি حال (ক্রয়িা বশিষেণ) হওয়ার কারণে نصب (নসব) অবস্থায় রয়ছে। সর্বনাম ‘هو’র প্রত্যাবর্তনস্থল (বশিষ্যে) হলো القتال এর প্রত্যাবর্তনস্থল (নামপদ) الكتابة (ফরয করা) নয়। মুসলমিগণ আল্লাহ তাদরে উপর যা আবশ্যক করছেনে সটোকে অপছন্দ করে না। বরং মানবীয় প্রকৃতগিত কারণে তারা যুদ্ধকে অপছন্দ কর। ‘আল্লাহ যে যুদ্ধ আবশ্যক করছেনে আমরা সটোকে অপছন্দ করি’ আর ‘আমরা যুদ্ধকে অপছন্দ করি’ এ দুই কথার মধ্যে ফারাক আছ। যুদ্ধকে অপছন্দ করা এটা প্রকৃতগিত বষিয়। মানুষ কারো সাথে লড়াই করে তাকে হত্যা করাকে অপছন্দ কর; যার ফলশ্রুতিতে সওে নহিত হব। কন্তিু এই যুদ্ধ যদি আমাদরে উপর ফরয করা হয়, তখন এটি এক দকি থকেে আমাদরে কাছে পছন্দনীয়; অন্য দকি থকেে অপছন্দনীয়। আল্লাহ আমাদরে উপর ফরয করছেনে এই দকি থকেে এটি আমাদরে কাছে পছন্দনীয়। এ কারণে সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে এসে যুদ্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি ব্যক্ত করতনে। আর যহেতেু আমাদরে মন যুদ্ধ থকেে দূরে থাকতে চায়, সে দকি থকেে এটি আমাদরে কাছে অপছন্দনীয়।”

তারপর তনিি এ আয়াতরে শক্ষিায় বলনে: “এই আয়াতরে অন্যতম শক্ষিা হলো মানুষরে উপর যা আবশ্যক করা হয়ছে সে কাজটি অপছন্দ করা তার জন্য দোষণীয় না। তবে শরীয়তদাতার নর্দিশে হসিবে নয়; বরং প্রকৃতগিতভাবে সটেি অপছন্দ করতে পার। আর শরীয়তদাতার নর্দিশেরে দকি থকেে এর প্রতি তুষ্ট থাকা এবং এ বধিানরে ব্যাপারে অন্তর প্রসন্ন রাখা আবশ্যক।”[সমাপ্ত][ইবনে উছাইমীনরে তাফসীরুল কুরআন]

অন্য স্থানে তনিি বলনে: ‘আল্লাহর বাণী “এটি তোমাদরে কাছে অপছন্দনীয়” এর ব্যাপারে জানা আবশ্যক য, এখানে সর্বনাম هو এর উৎস বশিষ্যে হলো القتال (যুদ্ধ); الكتابة (আবশ্যকতা) নয়। কারণ সাহাবীরা আল্লাহর ফরযকৃত বষিয়কে অপছন্দ করতে পারনে না। কন্তিু তারা যুদ্ধকে অপছন্দ করতনে। যুদ্ধে লপ্তি হলে তারা নহিত হবনে।

‘কউে আল্লাহর দয়ো বধিানকে অপছন্দ করা’ আর ‘যে বষিয়ে বধিান এসছে সটোকে অপছন্দ করা’ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছ।’[সমাপ্ত][মুআল্লাফাতুশ শাইখ ইবনে উছাইমীন: ২/৪৩৮]

সারকথা হলো: মুমনি নারীর জন্য আল্লাহ কর্তৃক আরোপতি বহুববিাহরে বধিানরে প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। তাকে বশি্বাস করতে হবে য এতে রয়ছে প্রজ্ঞা ও কল্যাণ। তার উচতি হবে না, এ হুকুম ও বধিানকে অপছন্দ করা; যদওি তার মন তার সাথে ভাগ বসাতে আসা সতীনরে উপস্থতিকিে অপছন্দ করে যমেনভিাবে মানুষ যুদ্ধকে অপছন্দ কর। একইভাবে আরাম-আয়শেে বঘি্ন ঘটায় এমন সব কছিুকইে মানুষ অপছন্দ কর। উদাহরণস্বরূপ: ফজররে নামাযরে জন্য ঠাণ্ডা পানি দয়িে অযু করা, তীব্র গরমরে মধ্যে রোযা রাখা প্রভৃতি বষিয়ে কষ্ট রয়ছে। কন্তিু কষ্টকে বান্দা মোকাবলি করনে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা দয়িে, তাঁর শরীয়তরে প্রতি সন্তুষ্টি ও সমর্পণ দয়িে। এ কারণে বুখারী (৬৪৮৭) ও মুসলমি (২৮২৩) বর্ণতি

হাদীসে রয়ছে: আনাস ইবনে মালকে রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "জান্নাতকে অপছন্দনীয় বষিয় দয়িে বষ্টেতি করা হয়ছে। আর জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা বষ্টেতি করা হয়ছে।"

ইমাম নববী সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলনে: "অপছন্দনীয় বষিয়াবলরি মধ্যে রয়ছে: ইবাদতে শ্রম দয়ো ও নয়িমানুবর্ততিা রক্ষা করা, ইবাদত সম্পাদনরে কষ্টে ধর্যৈধারণ করা, রাগকে দমন করা, ক্ষমা, সহষ্ণিুতা, দানশীলতা, মন্দ আচরণকারীর প্রতি সদাচরণ করা, কামনা-বাসনা ত্যাগ করার ক্ষত্রেে ধর্যৈ ধরা প্রভৃতি।"[সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী, তনিি বলনে: "আমি কি তোমাদরেকে এমন কাজ জানাবো না, যা করলে আল্লাহ (বান্দার) পাপরাশি দূর করে দনে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দনে?" লোকেরা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন। তনিি বললনে: "অপছন্দ সত্ত্বওে পরপিূর্ণরূপে অযু করা, মসজদিরে পথে বশেি বশেি কদম ফলো এবং এক নামাযে পর অন্য নামাযরে জন্য অপক্ষো করা। আর এ কাজগুলোই হলো রবিাত (প্রস্তুতি)।"[হাদীসটি মুসলমি (২৫১) বর্ণনা করনে আবু হুরাইরার সূত্রে]

নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "পরপিূর্ণভাবে অযু করা অপছন্দনীয় হয় তীব্র শীতরে কারণে এবং শরীরে ব্যাথ্যা থাকলে কংিবা অনুরূপ কোন বষিয়রে ক্ষত্রেে।"[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।